৬০

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN. 1. 1999 ... ...

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪ ......

নির্বাচন অথবা কোন উৎসবের কারণে পরীক্ষা পিছানো হইবে না

❑ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত

রেজানুর রহমান ॥ কোন নির্বাচন অথবা কোন ক্রীড়া উৎসবের জন্য শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা পিছানো হইবে না। গতকাল (বৃহস্পতিবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক জরুরী সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মার্চ মাসে পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই এসএসসি পরীক্ষা শুরু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। সভায় পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচন করার জন্য এসএসসি পরীক্ষা দুই সপ্তাহ পিছাইয়া

(২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া সম্পর্কিত প্রধান নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব আলোচিত হয়। সভায় বলা হয়, কোন নির্বাচন অথবা খেলাধুলার কারণে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পিছাইয়া দেওয়ার নজির পৃথিবীর অন্যকোন দেশে নাই। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের কথা চিন্তা করিয়া সভায় ৪ঠা মার্চ হইতেই সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু করার ব্যাপারে সকলকে আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান হইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ডঃ শাহ মোঃ ফরিদ, শিক্ষা সচিব কাজী রকিব উদ্দিন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বলা হয়, ভবিষ্যতে পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা দেখা এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে সময় ক্ষেপণ করার ঘটনা মানিয়া নেওয়া হইবে না। আগামী মার্চ মাসে এসএসসি পর্যায়ের যে পরীক্ষা শুরু হইবে তাহা ১৫টি কার্যদিবসে শেষ করিয়া অনূর্ধ্ব ৭৫দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলকে তৎপর হওয়ার জন্য সভায় শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক নির্দেশ দিয়াছেন। সভায় পরীক্ষার পর খাতা দেখার ক্ষেত্রে একশ্রেণীর পরীক্ষকের গাফিলতির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। ভবিষ্যতে কোন পরীক্ষক যাহাতে খাতা দেখিতে দেরী না করে তাহা মনিটরিং করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গ সিটিং এরেজমেন্ট

সভায় ১৯৯৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় গোলযোগপূর্ণ কেন্দ্র বিশেষ করিয়া যে সকল কেন্দ্রে নকলের ঘটনা ঘটিয়াছে সেইসব কেন্দ্রের সিটিং এরেজমেন্ট নিয়া বিশদ আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গোলযোগপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে যথারীতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। তবে কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব স্ব স্ব কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না। পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী সন্তোষজনক কোন কেন্দ্রকে গোলযোগপূর্ণ কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইবে। পরপর দুই বছর পরীক্ষা গ্রহণের পর পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রের সম্পূর্ণ অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। পাশাপাশি পরিস্থিতির আরও অবনতি হইলে কেন্দ্র বাতিল করা হইবে।

যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী নাই

সভায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা ও লেখাপড়ার মান নিয়া আলোচনা করা হয়। সভায় বলা হয়, ইদানীং দেখা যাইতেছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নাই। অনেক মাদ্রাসা ও কলেজে বোর্ডের পরীক্ষায় একজনও পাস করে না। ঢাকা শহরে গুলশান এলাকার একটি কলেজের নাম উল্লেখ করিয়া বলা হয়, কলেজের রেজিস্ট্রারে ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখ থাকিলেও খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে মাত্র ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত এই কলেজে হাজিরা দেয়। এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সংখ্যা খুঁজিয়া বাহির করিয়া এমপিও বাতিল করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ঈদের আগেই বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন

সভায় বেসরকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই প্রথম বিশেষ ব্যবস্থায় ঈদের আগেই দুই মাসের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। এমপিওভুক্ত বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ জানুয়ারী মাসেই ডিসেম্বর '৯৮ এবং জানুয়ারী '৯৯ দুই মাসের বেতন পাইবেন।